LECTURE NOTE FOR SEM - 6 SANSKRIT HONS STUDENTS

DEPARTMENT OF SANSKRI

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-5-6-2020

PAPER-CC-14

TOPIC- SAMPRADAN KARAKA

সম্প্রদান সংজ্ঞায় কর্ম কথার অর্থ কি ? সম্প্রদানসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।

*****'সম্প্রদীয়তে অস্মৈ ইতি' সম্+প্র-দা+ল্যুট্=সম্প্রদান। সুতরাং সম্প্রদান সংজ্ঞাবিধায়ক ''কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'' সূত্রে 'কর্ম' কথাটির অর্থ দান ক্রিয়ার কর্ম অর্থাৎ দেয় দ্রব্য।

*****সম্প্রদান সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রগুলি নিম্নে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হল---

১। কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্--

কর্মণা=কর্মন্+৩য়া ১বচন। কর্মের দ্বারা। এখানে কর্ম কথার অর্থ হল-দেয় বস্তু। যমভিপ্রৈতি=যম্-অভি-প্র-এতি। যম্=যাকে, 'অভি' উপসর্গের অর্থ হল-লক্ষ্য করা। 'প্র' এই উপসর্গের অর্থ হল-প্রকৃষ্টভাবে। এতি=গচ্ছতি। অর্থাৎ যাকে লক্ষ্য করে (কর্তা) প্রকৃষ্টভাবে গমন করে। স=সে। সম্প্রদানম্=সম্প্রদান। 'সম্প্রদান' শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবৃত্তি= আলোচ্য সূত্রে ''কারকে'' এই সূত্রটি অধিকৃত হবে। বিভক্তির বিপরিণমন করে কারকম্ রূপে অনুবৃত্তি করতে হবে।

দীক্ষিত বচন=দানস্য কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানসংজ্ঞঃ স্যাৎ। অর্থাৎ দান ক্রিয়ার কর্মের দ্বারা অর্থাৎ দেয় বস্তু নিয়ে যাকে লক্ষ্য করে কর্তা প্রকৃষ্টভাবে গমন করে সে সম্প্রদান।

ব্যাখ্যা- উপরিউক্ত সম্প্রদানসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রটির মধ্যে পৃথকভাবে দা ধাতুর উল্লেখ নেই তথাপি দীক্ষিত 'দানস্য কর্মণা' বললেন কেন ? এর উত্তরে বলা যায়-'সম্প্রদান' এই সংজ্ঞাতে 'দা' ধাতুর প্রয়োগ থাকায় তিনি 'দানের অর্থাৎ দান ক্রিয়ার কর্মের' এরূপ অর্থ করেছেন। দান ক্রিয়ার মধ্যে তিনজন থাকে। যথা-দাতা, দেয় বস্তু ও গ্রহীতা। এখানে দেয় বস্তুর প্রধান লক্ষ্য হল 'গ্রহীতা'। দেয় বস্তুর প্রধান লক্ষ্য 'গ্রহীতা' হবে সম্প্রদান। যেমন-রাজা ভীক্ষুকায় বস্ত্রং দদাতি। এখানে 'রাজা' দাতা, 'বস্ত্রং' দেয় বস্তু ও কর্ম 'ভিক্ষুকায়' গ্রহীতা, 'দদাতি' দান ক্রিয়া। গ্রহীতা 'ভিক্ষুকায়'তে সম্প্রদান সংজ্ঞা হবে। 'প্রৈতি' পদে প্রকৃষ্ট গমনের মধ্য দিয়ে প্রকৃষ্ট দান ই সূচিত হয়। সম্প্রদান শব্দটির অর্থ

ও সম্যক্ প্রদান অর্থাৎ প্রকৃষ্ট দান। প্রকৃষ্ট দান বলতে যে দানে স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক পরস্বত্বের উৎপত্তি হয় সেরূপ দানই দ্যোতিত হয়। দাতা স্বেচ্ছায় দান করলে এবং গ্রহীতা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে সেইপ্রকার দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে পারে। অর্থাৎ বলপূর্বক দান বা গ্রহণ সম্প্রদান নয়। দাতা যদি স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক স্বেচ্ছায় কোনো বস্তু দান করে এবং গ্রহীতা যদি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করে তবেই সেখানে সম্প্রদান হবে।

এই বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক-- যেমন-বিপ্রায় বস্ত্রং দদাতি নৃপঃ। এখানে 'বিপ্রায়' পদে সম্প্রদান কারক হয়েছে। কিন্তু নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে উক্তপ্রকার দান হয় না বলে সম্প্রদান হয় না। যথা--

১। রজকস্য বস্ত্রং দদাতি-রজককে বস্ত্র দান করছে।

২। ঘ্নতঃ পৃষ্ঠং দদাতি-ঘাতককে পৃষ্ঠপ্রদান করছে।

৩। অপরাধিনঃ দন্ডং দদাতি-অপরাধীকে দন্ড দান করছে। কারণ--রজককে স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক বস্ত্র দান করা হয় না, ঘাতককে কেউ আঘাত করবার জন্য স্বেচ্ছায় পৃষ্ঠ প্রদান করে না। এবং অপরাধী কখন ও স্বেচ্ছায় দন্ড গ্রহণ করে না । অত এব, 'রজক', 'ঘ্নত' এবং 'অপরাধী' সম্প্রদান নয়। তাই এই তিনটি শব্দে ৪র্থী না হয়ে শেষে ৬ষ্ঠী হয়েছে।

সূত্রে 'দানস্য' অথ্রাৎ 'দা' ধাতুর -এই কথাটি ধরে নিতে হয় বলে 'দা' ধাতু ভিন্ন অন্য ধাতুর প্রয়োগে যাকে কিছু দেওয়া হয়, সে সম্প্রদান কারক হয় না। যেমন-**'পয়ো নয়তি দেবদত্তস্য'** বাক্যে নী-ধাতুর প্রয়োগে দেবদত্ত সম্প্রদান হয়নি।

২। **ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সো২পি সম্প্রদানম্(বার্তিক)**---আমরা জানি ক্রিয়া দ্বিবিধ । সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া। সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ হল-যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে। যেমন-**রাজা ব্রাহ্মণায় বস্ত্রং দদাতি**। এই বাক্যে **দদাতি** ক্রিয়ার কর্ম হল-**'বস্ত্রম্'**। তাই এক্ষেত্রে **'দদাতি'** এই ক্রিয়াটি হল **সকর্মক ক্রিয়া**। আর অকর্মক ক্রিয়া হল যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না। যেমন-**পত্যে শেতে**। এই বাক্যে **শী** ধাতু **অকর্মক** । কেননা এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই। অকর্মক ক্রিয়ার

ক্ষেত্রেও সম্প্রদানত্ব যাতে সিদ্ধ হয়, তার জন্য এই বার্তিকটির অবতারণা।

অনুবাদ-- ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য যাকে লক্ষ্য করে কর্তা প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর হয় অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনের মুখ্য লক্ষ্য যে সেও সম্প্রদান সংজ্ঞা লাভ করে।

আলোচনা- সম্প্রদানের পাণিনীয় ;লক্ষ্যণে 'দান' ক্রিয়া অথবা ক্রিয়ামাত্রের কর্মে মুখ্য লক্ষ্য যে, তাকেই 'সম্প্রদান' কারক বলা হয়েছে। অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সম্প্রদানত্ব যাতে সিদ্ধ হয় তার জন্য এই বার্তিক। যথা- **পত্যে শেতে। যুদ্ধায় সংনহ্যতে।** এই দুই বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'শী' ও 'নহ্' ধাতু অকর্মক। তথাপি 'পত্যে' ও 'যুদ্ধায়' এই দুই পদে সম্প্রদানকারকে ৪র্থী বিভক্তি হয়েছে। এইজন্য বার্তিককার বলেছেন-অকর্মক ক্রিয়াসম্পাদনেরও মুখ্য লক্ষ্য যে সে সম্প্রদান। অতএব উক্ত উদাহরণদ্বয়ে যে চতুর্থী তাও সম্প্রদানে ৪র্থী।

সমালোচনা--এই বার্তিক সূত্রটিকে নিয়ে কেউ কেউ সমালোচনা করেছে। ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই বার্তিকের প্রয়োজন অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে **''কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্''** এই সূত্রে 'কর্মণা' পদের দ্বারাই কর্ম ও ক্রিয়া দুটোরই গ্রহণ হবে। তিনি বলেছেন-**'ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম'**। অর্থাৎ ক্রিয়াও কৃত্রিম কর্ম। **কাং ক্রিয়াং করিষ্যতি, কিং কর্ম করিষ্যতি**--দুইই একই অর্থে প্রযুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেন- সম্প্রদানের লক্ষ্যণে সকর্মক ক্রিয়াই বোঝায় । বার্তিক সূত্রের তাৎপর্য্য **পরবর্তী ''ক্রিয়াথোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ''** এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ হয় । অর্থাৎ **পত্যে শেতে** এই উদাহরণ তুমর্থে ৪র্থী , সম্প্রদানে চতুর্থী নয়। **পতিং প্রীণয়িতুং শেতে, যুদ্ধং চালয়িতুং সংনহ্যতে'** এইভাবে উদাহরণ দুটির ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন যে, পতি ও যুদ্ধ যেহেতু যথাক্রমে লুপ্ত তুমুন্নন্ত 'প্রীণয়িতুং' ও 'চালয়িতুং' এই ক্রিয়াদ্বয়ের কর্ম অতএব, 'পত্যে' ও 'যুদ্ধায়' কর্মণি ৪র্থী।

৩। রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ--আলোচ্য সূত্রটি রুচ্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে সম্প্রদান সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র। রুচি+অর্থানাম্=রুচ্যর্থানাম্। রুচ্ ধাতুটি এখানে অভিলাষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ''অন্যকর্তৃকো২ভিলাষো রুচিঃ''। প্রীয়মাণঃ=প্রীয়তে যঃ সঃ প্রীয়মাণঃ। অর্থাৎ যিনি প্রীত হন তিনি 'প্রীয়মাণ'। প্রীয়মাণ কথার অর্থ যে অভিলাষের আশ্রয়, যে তৃপ্ত হচ্ছে-তৃপ্যমাণ।

অনুবৃত্তি--''কারকে'' এই অধিকার সূত্রটি বিভক্তির বিপরিণমন বা পরিবর্তনের ফলে ''কারকম্'' রূপে এবং ''কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'' সূত্রটি থেকে সম্প্রদানম্ পদটির অনুবৃত্তি হবে আলোচ্য সূত্রে।

দীক্ষিত বচন--''রুচ্যর্থানাং ধাতুনাং প্রয়োগে প্রীয়মাণঃ অর্থঃ সম্প্রদানং স্যাৎ।''অর্থাৎ রুচ্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে যে ব্যাক্তি প্রীত হয় সে সম্প্রদান।

আলোচনা-- সূত্রে 'রুচ্যর্থক' ধাতুর কথা বলা হয়েছে। 'রুচি' শব্দের অভিলাষ বোঝালেও যেকোনো অভিলাষই রুচি নয়। সাধারণ অভিলাষের সঙ্গে রুচির পার্থক্য হল-প্রিয়বস্তু সন্নিধানে তার দর্শনে উৎপন্ন যে অভিলাষ বা প্রীতি তাইই রুচি। রুচি বলতে যে অভিলাষ বোঝায় তা পূর্বে থাকে না। রুচিকর বস্তু দেখবার পরই তা উৎপাদিত হয়। বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করা যাক--

'হরিঃ ভক্তিম্ অভিলষতি' বললে ভক্তি পাবার পূর্বেই ভক্তির জন্য হরির অভিলাষ বোঝায়। কিন্তু **'হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ'** এই বাক্যে হরির ভক্তির জন্য আকাঙ্খা পূর্বে ছিল না, ভক্তি পাবার পর সে আকাঙ্খা ও তজ্জন্য প্রীতি জন্মেছে। এই প্রীতিই 'রুচি'। ভক্তিই এই প্রীতির জনয়িত্রী। প্রিয়বস্তু দর্শনের পর যিনি প্রীত তিনিই প্রীয়মাণ। অতএব, 'রুচি' শব্দে 'আকাঙ্খা' নয় 'প্রীতি' বোঝায়। 'আকাঙ্খা' প্রাপ্তির পূর্বে জাগে, 'প্রীতি' প্রাপ্তির পর উৎপাদিত হয়। এইরূপ প্রীতির ক্ষেত্রেই যিনি প্রীত অর্থাৎ প্রীয়মাণ তিনি সম্প্রদান। **'হরিঃ ভক্তিম্ অভিলষতি'** এই বাক্যে 'হরিঃ' প্রীয়মাণ নন। **'হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ'** এই বাক্যে 'হরিঃ' প্রীয়মাণ। অতএব, 'হরয়ে'

সম্প্রদানে ৪র্থী বিভক্তি হয়েছে।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, '**প্রীয়মাণঃ**' পদটির সার্থকতা কী ? তাই আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এবিষয়ে তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন---'**প্রীয়মাণঃ কিম্ ? দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ পথি।**' অর্থাৎ 'প্রীয়মাণ' কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, 'রুচ্যর্থক' ধাতুর প্রয়োগে যিনি প্রীয়মাণ তিনিই 'সম্প্রদান', অন্য কেউ নয়। যেমন-**'দেবদত্তায় রোচতে মোদকঃ পথি'** এই বাক্যে 'মোদক' প্রাপ্তিতে 'দেবদত্তই' প্রীত, 'পথ' নয়। অতএব, প্রীয়মাণ 'দেবদত্তই' সম্প্রদান, 'পথ' আধার বলে 'পথি' ৭মী হয়েছে।

৪। **শ্লাঘ-হ্নু-স্থা-শপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ---**

শ্লাঘ্=প্রশংসা করা, হ্নু=গোপন করা, স্থা=গতিবিরতি, শপ্=শপথ করা। এগুলি প্রত্যেকে এক একটি ধাতু।

জ্ঞীপ্স্যমানঃ= জপ্+সন্+কর্মণি+শানচ্। জ্ঞপয়িতুং (বোধয়িতুং) ইচ্ছতি=জ্ঞীপ্স্যতি। জ্ঞপয়িতুং য ইষ্যতে অর্থাৎ যঃ জ্ঞীপ্স্যতে স জ্ঞীপ্স্যমানঃ। কোনো কিছু জ্ঞাপনের জন্য অভিপ্রেত যে, সে জ্ঞীপ্স্যমান।

অনুবৃত্তি= ''কারকে'' এই অধিকার সূত্রটি বিভক্তির বিপরিণমন বা পরিবর্তনের ফলে ''কারকম্'' রূপে এবং ''কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'' সূত্রটি থেকে সম্প্রদানম্ পদটির অনুবৃত্তি হবে আলোচ্য সূত্রে।

দীক্ষিত বচন=''এষাং প্রয়োগে বোধয়িতুমিষ্টঃ সম্প্রদানং স্যাৎ।'' এইসব ধাতুর প্রয়োগে বোধন অর্থাৎ জ্ঞাপনের জন্য অভিপ্রেত যে, সে সম্প্রদান।

আলোচনা= শ্লাঘ্, হ্নু, স্থা, শপ্-এইসব ধাতুর প্রয়োগে যাকে মনোগত ভাব বোঝানোর ইচ্ছা করা হয় তার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। **যেমন-গোপী স্মরাৎ**

কৃষ্ণায় শ্লাঘতে। অর্থ হল-গোপী কৃষ্ণের প্রতি নিজের ভালোবাসা বোঝানোর জন্য তার প্রশংসা করছে। এখানে শ্লাঘ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকায় কৃষ্ণকে কিছু প্রেমের কথা জানতে চাওয়া হচ্ছে বলে কৃষ্ণ সম্প্রদান হয়েছে।

সূত্রে 'জ্ঞীপস্যমানঃ পদটির সার্থকতা কি ? তাই ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন- **''জ্ঞীপ্স্যমানঃ কিম্ ? দেবদত্তায় শ্লাঘতে পথি'।** এর উত্তরে বলা হয়েছে জ্ঞীপ্স্যমান না হলে সম্প্রদান হবে না। যেমন-**'দেবদত্তায় শ্লাঘতে পথি'**। অর্থ হল-দেবদত্তকে নিজের কোনো অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্যই পথে প্রশংসা করছে। এখানে উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের লক্ষ্য দেবদত্ত, পথ নয়। অতএব, দেবদত্ত সম্প্রদান, পথ আধার বলে পথি অধিকরণে ৭মী বিভক্তি হয়েছে।

তাই যদি হয় তাহলে শ্লোকং **শ্লাঘতে, দ্রব্যং নিহ্নুতে, গৃহে তিষ্ঠতি, শত্রুং শপতি** ইত্যাদি বাক্যে শ্লাঘ্, হ্নু, স্থা, শপ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও সম্প্রদানকারকে ৪র্থী বিভক্তি হল না কেন ? এর উত্তর হল-এই বাক্যগুলিতে 'শ্লোক', 'দ্রব্য', 'গৃহ' ও 'শত্রু' জ্ঞীপ্স্যমান নয় বলে সম্প্রদান হয়নি তাই ৪র্থীও হয়নি। শ্লোক, দ্রব্য ও শত্রু কর্ম বলে ২য়া ও গৃহ আধার বলে ৭মী বিভক্তি হয়েছে।

৫। **ধারেরুত্তমর্ণঃ-** ধারেঃ+উত্তমর্ণঃ। ধারেঃ=ধারি ধাতুর যোগে। উত্তমর্ণঃ=উত্তমং ঋণং যস্য সঃ। ঋণদাতা বা মহাজনকে উত্তমর্ণ বলা হয় । কারণ মহাজনের প্রদত্ত অর্থ সুদসংযোগহেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; তাই মহাজনের কাছে ঋণ উত্তমর্ণ

অনুবৃত্তি=''কারকে'' এই অধিকার সূত্রটি বিভক্তির বিপরিণমন বা পরিবর্তনের ফলে ''কারকম্'' রূপে এবং ''কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'' সূত্রটি থেকে সম্প্রদানম্ পদটির অনুবৃত্তি হবে আলোচ্য সূত্রে।

দীক্ষিত বচন=ধারয়তেঃ প্রয়োগে উত্তমর্ণ উক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। ভক্তায় ধারয়তি মোক্ষং হরিঃ। উত্তমর্ণঃ কিম্ ? দেবদত্তায় শতং ধারয়তি গ্রামে।

সূত্রার্থ= ধারি ধাতুর যোগে উত্তমর্ণ সম্প্রদানসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

আলোচনা=‘ধারি’(ধার করা) ধাতুর প্রয়োগে যত্র তত্র সম্প্রদান হয় না। উত্তমর্ণই বা যিনি ঋণ দেন তিনিই সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা যাক। যেমন-প্রজারা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে। এখানে ঋণদাতা মহাজন; ঋণ গ্রহীতা প্রজা। যে ঋণ দেয় তাকে বলা হয় ‘উত্তমর্ণ’ আর যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলা হয় অধমর্ণ। তাই মহাজন ‘উত্তমর্ণ’, কারণ মহাজন দেন অল্প কিন্তু ফেরৎ পান অনেক বেশি। আর প্রজা ‘অধমর্ণ’। কারণ প্রজা মহাজনের কাছ থেকে নেয় অল্প ; মহাজনকে দেয় তার থেকে অনেক বেশি। এবিষয়ে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন--**ভক্তায় ধারয়তি মোক্ষং হরিঃ**। এই বাক্যে ‘হরিঃ’ শব্দের অর্থ হল শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত মোক্ষ লাভ করবার জন্য হরিকে কেবলমাত্র তাঁর ভক্তি প্রদান করছে। কারণ যাতে সেই ভক্তি যেন হরির কাছ থেকে সুদসংযোগে বর্দ্ধিত হয়ে মোক্ষরূপে ভক্তের নিকট ফিরে আসে। তাই ‘হরি’ এখানে ‘অধমর্ণ’। আর ‘ভক্ত’ এখানে ‘উত্তমর্ণ’। তাই সূত্রের অর্থ অনুযায়ী ‘ধারি’ ধাতুর যোগে উত্তমর্ণ ‘ভক্তায়’ পদে সম্প্রদান কারক হয়েছে।

সূত্রে **‘উত্তমর্ণ’ পদটি প্রয়োগের সার্থকতা কি ?** আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন--**‘‘উত্তমর্ণ কিম্ ? দেবদত্তায় শতং ধারয়তি গ্রামে।’’** ‘দেবদত্তায় শতং ধারয়তি গ্রামে’ এই বাক্যে ‘দেবদত্ত’ উত্তমর্ণ। সূত্রে উত্তমর্ণ পদটির প্রয়োগ যদি না করা হত তাহলে **‘দেবদত্তায় শতং ধারয়তি গ্রামে’** এই বাক্যে দেবদত্ত ও গ্রাম উভয় পদেই সম্প্রদানের আশঙ্কা থাকত। ফলে এই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দোষ্ট হত। তাই সূত্রে ‘উত্তমর্ণ’ পদটির প্রয়োগের দ্বারা উত্তমর্ণ ‘দেবদত্ত’ পদে সম্প্রদান হতে কোনো বাধা থাকল না।

৬।স্পৃহেরীপ্সিতঃ=স্পৃহেঃ+ঈপ্সিতঃ। স্পৃহেঃ=স্পৃহ্ ধাতুর যোগে। ঈপ্সিতঃ=পছন্দ বা কাম্য বস্তু।

অনুবৃত্তি=‘‘কারকে’’ এই অধিকার সূত্রটি বিভক্তির বিপরিণমন বা পরিবর্তনের

ফলে ‘‘কারকম্’’ রূপে এবং ‘‘কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্’’ সূত্রটি থেকে সম্প্রদানম্ পদটির অনুবৃত্তি হবে আলোচ্য সূত্রে।

দীক্ষিত বচন=স্পৃহয়তেঃ প্রয়োগে ইষ্টঃ সম্প্রদানং স্যাৎ। পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি। ঈপ্সিতঃ কিম্ ? পুষ্পেভ্যোঃ বনে স্পৃহয়তি। ঈপ্সিতমাত্রে ইয়ং সংজ্ঞা। প্রকর্ষবিবক্ষয়াং তু পরত্বাৎ কর্মসংজ্ঞা, পুষ্পাণি স্পৃহয়তি।

সূত্রার্থ=স্পৃহ্ ধাতুর যোগে ঈপ্সিত বস্তু সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

আলোচনা= সূত্রের অর্থ করা হয়েছে স্পৃহ্ ধাতুর যোগে যেটি ঈপ্সিত বস্তু তাতে সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। যেমন- **বালকঃ পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি বনে।** এর অর্থ হল - বালকটি বনে গিয়ে ফুল (পেতে) ইচ্ছা করছে। এখানে বালকটির ঈপ্সিত বস্তু হল ফুল ; বন নয়। তাই পুষ্পেভ্যঃ পদে সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়েছে।

সূত্রে প্রতিটি পদের সাথ্রকতা বিচার করা প্রয়োজন। সূত্রে স্পৃহ্ ধাতুর প্রয়োগ করা হয়েছে কেন? সূত্রে স্পৃহ্ ধাতুর প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হোল যে কেবলমাত্র স্পৃহ্ ধাতুর যোগে কর্তার ঈপ্সিত বস্তু সম্প্রদান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথমতঃ, স্পৃহ্ ধাতু ছাড়া অন্যত্র কর্তার ঈপ্সিত ‘কর্ম’ এবং স্পৃহ্ ধাতুর ক্ষেত্রে সম্প্রদান হবে ,তাই যদি স্বীকৃত হয় তবে কর্মে সামান্য লক্ষণ ‘‘**কতুরীপ্সিততমং কর্ম**’’ এই সূত্রটি অব্যাপ্তি দোষ দুষ্ট হবে। কারন কর্তার ঈপ্সিততম যদি কর্ম হয় তাহলে স্পৃহা কর্তার ঈপ্সিততমও কম্র হওয়া উচিত। যদি তাই না হয় তাহলে কর্মের যে লক্ষণ করা হয়েছে ‘স্পৃহ্’ তার ব্যতিক্রম হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, স্পৃহ্ ধাতুর যোগে সম্প্রদান কারক হবে না কর্মকারক হবে এইরকম একটি সংশয় দেখা যাবে। কেননা ‘‘**কতুরীপ্সিততমং কর্ম**’’(১।৪।৪৯) এই সূত্রটি **স্পৃহেরীপ্সিতঃ**(১।৪।৩৬) সূত্রের পরবর্তী। আর ‘‘**বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্**’’ এই পরিভাষা অনুযায়ী পূর্ববর্তী সূত্রের থেকে পরবর্তী সূত্র বলবান হওয়ায় ‘‘**কতুরীপ্সিততমং**

কর্ম''(১।৪।৪৯) সূত্রানুযায়ী কর্মই হওয়া উচিত, সম্প্রদান নয়। তাহলে এই আলোচ্য সূত্রটি ব্যর্থ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু ভগবান্ পাণিনির কোনো নিয়মই ব্যর্থ হতে পারে না। তাই আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--**''ঈপ্সিতমাত্রে ইয়ং সংজ্ঞা।প্রকর্ষবিবক্ষায়াং তু পরত্বাৎ কর্মসংজ্ঞা।''** অর্থাৎ ঈপ্সিতমাত্র বা সাধারণ ঈপ্সিতের ক্ষেত্রেই এই সম্প্রদান সংজ্ঞা হবে। যদি ঈপ্সিততমের বোধ হয় তবে ''কতুরীপ্সিততমং কর্ম'' সূত্রে কর্মত্বই হবে। স্পৃহ্ ধাতুর ক্ষেত্রে ঈপ্সিতসামান্যে সম্প্রদান এবং ঈপ্সিতবিশেষে কর্ম হবে। এই নিয়ম অনুসারেই **'পুষ্পাণি স্পৃহয়তি'** ও **'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি'** এই দুই প্রয়োগই শুদ্ধ।